আমার বিবেক এমন পচে যাওয়া দলের অংশ হতে অনুমতি দিতে পারে?: জহর

Jawhar Sircar

আমার বিবেক এমন পচে যাওয়া দলের অংশ হতে অনুমতি দিতে পারে? প্রশ্ন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ জহরের

বৃহস্পতিবার যখন ২৫, ৭৫২ জন শিক্ষক-অশিক্ষকের চাকরি গেল, সেই নিয়ে জোর চর্চার মধ্যেই তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের ফেসবুক পোস্ট। যদিও তাঁর পোস্টের সঙ্গে এদিনের রায়ের কোনও যোগ নেই।

জহর সরকার

Advertisement

শেষ আপডেট: 3rd April 2025 19:55

-
-
-
-
-
- Join our Whatsapp Channel

দ্য ওয়াল ব্যুরো: একেই ২৬ হাজার চাকরি বাতিল (26000 SSC Job Cancel) হওয়ার পর তৃণমূলের অস্বস্তি বেড়েছে। সেই আগুনে ঘি ঢালল জহর সরকারের (Jawhar Sircar) ফেসবুক পোস্ট।

২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসে (Trinamool) যোগ দেন প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও জহর সরকার। তখনই তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানো হয় দলের তরফে। কিন্তু ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে দলের সঙ্গে জহরের সম্পর্কে চিড় ধরায় আরজি কর ইস্যু। হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে দল এবং সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন জহর। তারপর থেকেই একাধিকবার তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হন তিনি।

বৃহস্পতিবার যখন ২৫, ৭৫২ জন শিক্ষক-অশিক্ষকের চাকরি গেল, সেই নিয়ে জোর চর্চার মধ্যেই তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের ফেসবুক পোস্ট। যদিও তাঁর পোস্টের সঙ্গে এদিনের রায়ের কোনও যোগ নেই।

আরও পড়ুন

জহর এদিন লেখেন, "মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি কেন তৃণমূলের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি'। আমার বিবেক কি আমাকে এমন পচে যাওয়া দলের অংশ হওয়ার অনুমতি দিতে পারে? তৃণমূল সাম্প্রদায়িক বিজেপির কঠিনতম প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই আমি সেখানে যোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু দুর্নীতির জন্যই আমি দল ছেড়েছি।"

সামাজিক মাধ্যমে সরকারের পোস্ট ব্যাপক চর্চার জন্ম দিয়েছে তৃণমূল মহলে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে জহরের সততার প্রশংসা করলেও, কেউ কেউ মনে করেন তিনি দলের প্রতি অবিচার করেছেন। আবার কেউ লিখেছেন, "জহর সরকার ঠিকই বলেছেন। তৃণমূলের দুর্নীতি আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।"

Advertisement

- Jawhar Sircar
- Trinamool
- West Bengal
- SSC Job Scam

আরও পড়ুন

Advertisement
Advertisement